আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

19 SEPTEMBER 2024 **7:45—7:55 PM IST**

==========

(১) মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভার্চুয়াল ব্যবস্থার মাধ্যমে তৃতীয় পর্যায়ের অরুণোদয় প্রকল্পের উদ্বোধন/

(২) রাজ্যে আজ থেকে পুনরায় ১৯ লক্ষেরও বেশি লোককে রেশন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা/ বিগত সময়ে ৪২ লক্ষেরও বেশি লোককে রেশন কার্ড প্রদান করা হয়েছে বলে রাজ্যের মন্ত্রী রণজিৎ কুমার দাসের প্রকাশ/

(৩) বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও আজ অরুণোদয় প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা/

এবং

(৪) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় কার্যকালের একশো দিন পূর্তি উপলক্ষে সরকারকে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নাগরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী করে তোলার জন্য ‘নাগরিক প্রথম পন্থার মাধ্যমে প্রশাসন’ ব্যবস্থা গ্রহণ/

রাজ্যে মহিলা সবলীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আজ অরুণোদয় প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে । মূখ্যমন্ত্রী ড.হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিসপুরের জনতা ভবন থেকে ভার্চুয়াল ব্যাবস্থার মাধ্যমে তৃতীয় পর্যায়ের অরুণোদয় প্রকল্পের সূচনা করে বলেন যে রাজ্যের ৩৭ লক্ষ পরিবারের প্রতিমাসে এক হাজার ২৫০ টাকা করে সাহায্য লাভ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে ১২৬ টি বিধানসভা এলাকার মহিলাদের সঙ্গে আজ এই যাত্রা আরম্ভ করা হয়েছে । মূখ্যমন্ত্রী আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রকল্পের অধীনে ১২ লক্ষ হিতাধিকারীর নাম অর্ন্তভুক্ত করা হবে বলে উল্লেখ করেন । এই প্রকল্পের জন্য বিধবা ,৪৫ বছরের উর্দ্ধের অবিবাহিতা ,বিবাহ বিচ্ছেদ এবং একা মহিলা সহ তৃতীয় লিঙ্গ ,দিব্যাঙ্গ, সরকারী পঞ্জীয়নভুক্ত বৃদ্ধাশ্রমে থাকা মহিলা তথা বয়োজেষ্ঠ্য অথবা রুগ্ন মহিলা ,আশ্রয়হীন পরিবারের মহিলা ,অন্তোদয় অন্ন যোজনার মহিলা হিতাধিকারী ,বার্ষিক উপার্জন ২ লক্ষ টাকারও কম পরিবারের মহিলা ,এইচ আই ভি ,থেলাসেমিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগী থাকা পরিবারের মহিলা এবং পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি ৬০ বছরের উর্দ্ধে অথবা দিব্যাঙ্গ হলে সেই পরিবারের মহিলা আবেদন করতে পারবেন ।

এদিকে রাজ্যে আজ থেকে পুনরায় ১৯ লক্ষেরও অধিক লোককে রেশন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । মূখ্যমন্ত্রী ড.শর্মা ভার্চুয়াল ব্যাবস্থার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ।এ উপলক্ষ্যে পাঠশালায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আজ খাদ্য ,গন বন্টন ও গ্রাহক পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস আনুষ্ঠানিকভাবে হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড বিতরণ করেন । বিভাগীয় মন্ত্রী রেশন কার্ড প্রদান ব্যাবস্থায় আলোকপাত করে বলেন যে ৫৫ লক্ষেরও অধিক ভূয়োঁ রেশন কার্ড বাতিল করা বর্তমান রাজ্য সরকারের উল্লেখযোগ্য সফলতা । বিগত সময়ে ৪২ লক্ষেরও অধিক প্রকৃত হিতাধিকারীকে রেশন কার্ড প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে শ্রী দাস বলেন যে পরবর্তী মন্ত্রীসভায় ১৯ লক্ষ ৯২ হাজার ১৬৭ জন হিতাধিকারীকে রেশন কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ।

বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করা হয়েছে। কাছাড় জেলায় আজ এই উপলক্ষে শিলচর শহরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়।

করিমগঞ্জ জেলায় আজ থেকে অরুণোদয় প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কার্যসূচীর সূচনা হয়েছে । করিমগঞ্জের নীলমণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে আজ এই

উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভার্চুয়্যাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে এই প্রকল্পের উদ্বোধন এবং নতুন রেশন কার্ড প্রদান কার্যসূচীর সূচনার সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয় । করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের পৌরহিত্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা যোগ্য মহিলা হিতাধিকারী, দিব্যাঙ্গ হিতাধিকারী ও অন্যান্যরা অংশগ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে- তৃতীয় পর্যায়ের হিতাধিকারীদের আধার সংযোগ করে রেশন কার্ড প্রদান করা হবে । এই রেশন কার্ড প্রদান প্রক্রিয়া আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করে তারপর তৃতীয় পর্যায়ের অরুণোদয় প্রকল্পের জন্য আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে । উল্লেখ্য- করিমগঞ্জ জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্র-- উত্তর করিমগঞ্জ, দক্ষিণ করিমগঞ্জ, পাথারকান্দি ও রামকৃষ্ণ নগর বিধানসভা কেন্দ্রে আজ এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছে ।

হাইলাকান্দি জেলার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রেও আজ অরুনোদয় প্রকল্পের তৃতীয় পর্য্যায়ের হিতাধিকারী বাছাই অভিযান শুরু হয়েছে । হাইলাকান্দি এস এস কলেজের খেলার মাঠে আয়োজিত সভায় জেলা আয়ুক্ত নির্সাগ হিভারে গৌতম জানান যে রেশন কার্ডের জন্য এখন আবেদন করা যাবে ।

অন্যদিকে আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের হিতাধিকারী বাছাই পর্ব বোয়ালিপারের ডক্টর শশীভূষন ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে । অনুষ্ঠানে হাইলাকান্দি জেলার নতুন হিতাধিকারীদের অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব বা ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে ।

ডিমা হাসাও জেলায়ও আজ থেকে অরুনোদয় প্রকল্পের তৃতীয় পর্য্যায়ের হিতাধিকারী বাছাই অভিযান শুরু হয়েছে । রাজ্যের শক্তি , ক্রীড়া ও যুব কল্যান মন্ত্রী নন্দিতা গারোলসা , জেলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমার দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ক্ষেত্র কার্যালয়গুলির সঙ্গে পরিচ্ছন্নতাকে আনুষ্ঠানিকতা তথা সরকারী কাজকর্মকে গতি প্রদান করার লক্ষ্যে আগামী দোসরা অক্টোবর থেকে ৩১ শে অক্টোবর পর্যন্ত একটি বিশেষ অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে ।এই অভিযানের মাধ্যমে কার্যালয় পরিসর পরিচ্ছন্ন করে রাখা ,সরকারী কাজকর্মে দেরী হবার মতো বিষয়গুলি

হ্রাস করা ,উন্নত স্থানের ব্যাবস্থা ও বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের সচিব গত ৬ সেপ্টেম্বর এই অভিযান রূপায়নের প্রস্তুতি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের প্রধানদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন ।

আগামী ২৯ শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় রাজ্য পর্যায়ের নিযুক্তি কমিশনের তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে । ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পর আগামী ২৯ শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত স্নাতক পর্যায়ের তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরীর এবং দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ড্রাইভার পদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে । এদিকে আগামী ২৭ শে অক্টোবর সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর মেট্রিক উত্তীর্ণ পর্যায়ের এবং দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ চতুর্থ শ্রেণীর পদের জন্য নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ।

উল্লেখ্য ২৯ শে সেপ্টেম্বর স্নাতক পর্যায়ের তৃতীয় শ্রেণীর পদের জন্য ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৮৯ জন এবং ড্রাইভার পদের জন্য ২ লক্ষ ৪ হাজার ৯১ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন । অন্যদিকে ২৭ শে অক্টোবর অনুষ্ঠেয় চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় মেট্রিক উত্তীর্ণ পর্যায়ে ৮ লক্ষ ২৭ হাজার ১৩০ জন এবং অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ পর্যায়ে ৫ লক্ষ ৫২ হাজার দুইজন প্রার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন ।

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের তৃতীয় কার্যকালের একশো দিন পূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত ভারতের পথে অগ্রসর হওয়া একশো দিন উপলক্ষে সরকার ‘নাগরিক প্রথম পন্থা’র মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী এপ্রসঙ্গে বলেন যে- সরকারকে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিককে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা রূপায়ণ করা হয়েছে । এর আওতায় ইউনিফায়েড পেনশন প্রকল্পের আওতাধীন ২৩ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য তাদের মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন নিশ্চিত করা হয়েছে । এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা জওয়ান এবং তাদের পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক পদ, এক পেনশন প্রকল্পের সংশোধন করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন বিভাগ সমূহের দ্বারা সরকারী চাকরিতে ১৫ হাজারেরও বেশি যুবক যুবতীর মধ্যে

নিযুক্তি পত্র বিতরণ করা হয়েছে । এদিকে শাস্তির পরিবর্তে ন্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ঔপনিবেশিক আইন সমূহের পরিবর্তন করে তিনটি নতুন ফৌজদারী আইন রূপায়ণ করা হয়েছে । সময়োচিত এবং বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ পরীক্ষার জন্যে দুহাজার ২৫০ কোটি টাকা বাজেট ধার্য করে জাতীয় ফরেনসিক পরিকাঠামো বৃদ্ধি প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে । এদিকে নিযুক্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষা আয়োজনের সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা রোধ করা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারী পরীক্ষায় অনিয়ম প্রতিরোধ আইন প্রবর্তন করা হয়েছে ।

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের একশো দিনের পূর্তি উপলক্ষে ‘বিকশিত ভারতের জন্যে সম্বৃদ্ধশালী কৃষক’ এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করেছে । এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে- আমাদের কৃষকরা শুধুমাত্র খাদ্যের যোগানদাতাই নন, তাদেরকে দেশের জন্যে শক্তি এবং সার যোগানকারী হিসেবে পরিণত করার জন্যেও বর্তমান সরকার উৎসর্গীকৃত ।

উল্লেখ্য- দেশের কৃষকদের উন্নয়ন সাধনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার কৃষি উদ্ভাবনকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রের পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং কৃষকদের সহয়াতার জন্যে কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের সম্প্রসারণেও সচেষ্ট রয়েছে । একইসঙ্গে কৃষকদের জীবন ও জীবিকার উন্নতির জন্য সাতটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে । অনুরূপভাবে ডিজিট্যাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি আধুনিকীকরণের জন্য ডিজিট্যাল কৃষি অভিযানও আরম্ভ করা হয়েছে ।

এছাড়া মোদী সরকার তৃতীয় কার্যকালের একশো দিন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারীভাবে প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার স্টার্ট আপ এবং গ্রামোদ্যোগগুলিকে সহায়তা করার জন্য এগ্রিশিওর তহবিল আরম্ভ করেছে । এছাড়া শস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করে এসবের জীবনকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গম সংরক্ষণের জন্য তিন লক্ষ মেট্রিকটন মজুতের ক্ষমতাসম্পন্ন ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে ।

পঞ্চায়েত সীমা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশনের) খসড়া তালিকা প্রকাশ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত জানতে আজ হাইলাকান্দিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় জেলার তিন বিধায়ক সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন । ডিলিমিটেশন কমিশনের সদস্য সচিব জেলা পরিষদের মূখ্য কার্যবাহী আধিকারিক রণজিত কুমার লস্করের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরা হয় । খসড়া জনসাদারণের দাবী ও আপত্তি

আগামীকাল বিকেল ৪ টার মধ্যে জেলা পরিষদের মূখ্য কার্যবাহী আধিকারিকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে । দাবী ও আপত্তির শুনানী আগামী ২৩,২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর দুজন অতিরিক্ত আয়ুক্ত গ্রহণ করবেন । হাইলাকান্দি বিধানসভা এলাকার দাবী ও আপত্তিগুলি অতিরিক্ত আয়ুক্ত রক্তিম বরুয়া এবং আলগাপুর-কাটলীছড়া বিধানসভা এলাকার দাবী আপত্তিগুলি অতিরিক্ত আয়ুক্ত অমিত পারবোসা দেখবেন বলে সভায় সদস্য সচিব শ্রী লস্কর জানান ।

করিমগঞ্জ জেলার আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের কাছাড় জেলায় বদলি হয়ে আসার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিকেলে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে এক বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । জেলার উন্নয়ন আয়ুক্ত দীপক জিডিংয়ের পৌরহিত্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের কর্মীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তা বিদায়ী জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের কর্মনিষ্ঠা, সততা এবং সকলের প্রতি অমায়িক আচরণের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন । উল্লেখ্য- জেলা আয়ুক্ত শ্রী যাদব ২০২১ সালের নভেম্বর মাস থেকে করিমগঞ্জে দক্ষতার সঙ্গে তার কার্য নির্ভাহ করেছেন । আজ তিনি করিমগঞ্জ জেলার কার্যভার সমঝে দিয়ে কাছাড় জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন । এই অনুষ্ঠানে কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর উপ-জেলায় বদলি হয়ে আসা করিমগঞ্জের অতিরিক্ত আয়ুক্ত ধ্রুবজ্যোতি পাঠককেও সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে ।

অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স এসোসিয়েশনের কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে স্মার্ট মিটার সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে আজ শিলচর নসরিংটোলা ময়দান থেকে একটি প্রতিবাদী মিছিল বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে । মিছিল শুরুর আগে সংগঠনের রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক হিল্লোল ভট্টাচার্য্য , কাছাড় জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক সঞ্জীব রায় , প্রগতিশীল নাগরিক সমন্বয় মঞ্চের সভাপতি ধ্রুব সাহা , পানগ্রামের ভারতীয় জনকল্যান পরিষদের সভাপতি মুহিব উদ্দিন লস্কর প্রমূখ বক্তব্য রাখেন ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির উদ্যোগে তাদের বিভিন্ন দাবীর সর্মথনে আজ জেলা আয়ুক্তের কার্য্যলয়ের সামনে বিক্ষোভ কার্য্যসূচী পালন করা হয়েছে । বিক্ষোভ কার্য্যসূচীতে অনলাইন ট্রেডিং কেলেংকারী ও স্মার্ট বৈদ্যুতিন মিটার বাতিলের দাবীতে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সামসুদ্দিন বরলস্কর সহ জেলা কংগ্রেসের

শীর্ষ নেতারা বক্তব্য রাখেন । পরে তাদের দাবীর সর্মথনে রাজ্যপাল লক্ষন প্রসাদ আচার্যের উদ্দেশ্যে একটি স্মারক পত্র পাঠানো হয়েছে ।

করিমগঞ্জ শহর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে অবিলম্বে স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে আজ করিমগঞ্জ শহরের এ পি ডি সি এল কার্য্যলয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রর্দশন করা হয় । বিক্ষোভ কার্য্যসূচীতে স্মার্ট মিটার বাতিল করে পুরোনো মিটার বহাল রাখার দাবী জানিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী সহ যুব কংগ্রেস , সেবা দল , সংখ্যালঘু সেলের সদস্যরা বক্তব্য রাখেন ।